এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা // সংখ্যা ১২৮ : জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ // রেজি নং-২৪-৮৭

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ জানুয়ারি ২০১৮ মঙ্গলবার সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

সিলেট, বরিশাল ও রাজশাহীতে ১৪০টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগকে আবারও দেশ পরিচালনার সুযোগ দেওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৮ পুণ্যভূমি সিলেট নগরীর আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা করছিলেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, সমৃদ্ধির পথ দেখিয়েছে। বাংলাদেশ কারও কাছে হাত পেতে চলবে না। বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেই লক্ষ্য পূরণ করতে আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে আবারও আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করতে হবে।

তিনি সিলেটে মোট ৩৫টি উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। যেসব প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে তার মধ্যে এলজিইডি'র আওতায় নির্মিত কাজগুলো হলো- সিলেট মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, জকিগঞ্জ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এবং জকিগঞ্জ উপজেলার সুলতানপুর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন। যেসব কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে এলজিইডি'র রয়েছে-গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদ ভবন ও হলরুম নির্মাণ।

বরিশাল : ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বরিশালে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মোট ৩৯টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ৩৩টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরমধ্যে এলজিইডি'র আওতাধীন যেসব কাজের উদ্বোধন করেন সেগুলো হলো; আগৈলঝাড়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, গৌরনদী উপজেলা পরিষদ ভবন, উজিরপুর উপজেলার হারত-বানারীপাড়া বর্ডার রাস্তায় ২৮০ মিটার প্রিস্ট্রেস গার্ডার ব্রিজ, বাকেরগঞ্জ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, হিজলা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, মুলাদী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, বানারীপাড়া উপজেলাধীন চৌমোহনা জিসি-বানারীপাড়া হেডকোয়ার্টার ভায়া বিশারকান্দি, ওমারের পাড় রাস্তায় নান্দুহার নদীর ওপর ২০৯ মিটার আরসিসি গার্ডার ব্রিজ, মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন ও উলানিয়া-কালিগঞ্জ ব্রিজ। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রাধীন যেসব কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে- আগৈলঝাড়া উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, উজিরপুর উপজেলার সাতলা চৌমোহনী রাস্তায় কচা নদীর ওপর ৪০৫ মিটার পিসি গার্ডার ব্রিজ, বরিশাল সদর উপজেলাধীন মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলাধীন সায়েস্তাবাদ জিসি হিজলা উপজেলা হেডকোয়ার্টার ভায়া গাজীরহাট, কাজীরহাট জিসি, মিয়ারহাট এবং একতারহাট সড়কে ৪৪০ মিটার পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ, হিজলা উপজেলাধীন কাউরিয়া বাজার থেকে মেমানিয়া টেকেরহাট ভায়া মৌলভীরহাট রাস্তার উন্নয়নসহ গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ এবং দুধল ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন এবং ফরিদপুর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন।

রাজশাহী : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ রাজশাহীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মোট ৩৩টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এরমধ্যে এলজিইডি'র আওতাধীন যেসব কাজের উদ্বোধন করেন সেগুলো হচ্ছে- রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলায় বারনই নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ এবং রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলাধীন উপজেলা সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম নির্মাণ।

এলজিইডির আওতায় যেসব কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় সেগুলো হলো- রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলাধীন কৃষ্ণপুর থেকে জাহাঙ্গীরাবাদ সড়কে ২৩০ মিটার চেইনেজে বড়াল নদীর ওপর ৯৬ মিটার পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ, রাজশাহী জেলার পবা উপজেলাধীন বড়গাছি ও গোদাগাড়ী উপজেলাধীন রাজবাড়ী ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং চারঘাট উপজেলাধীন চারঘাট ও নন্দনগাছি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ: স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের পথে যাত্রা শুরু

জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি)-এর গত ১৬ মার্চ ২০১৮ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ত্রিবার্ষিক বৈঠকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। সিডিপি উল্লেখ করেছে, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণে মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা-এ তিন সূচকের সব ধাপ সফলভাবে অতিক্রম করেছে। এ সাফল্যকে 'ঐতিহাসিক' হিসেবে উল্লেখ করে সিডিপি বলেছে, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় তারা সন্তুষ্ট। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের কাঙ্খিত বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ সামাজিক খাতে ব্যাপক উন্নয়ন তাদের এ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছে।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) মানদণ্ড অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে বছরে একটি দেশের মাথাপিছু আয় কমপক্ষে ১ হাজার ২৩০ মার্কিন ডলার হতে হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৬১০ মার্কিন ডলার। মানবসম্পদ সূচক ৬৬ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ ৭২.৯ অর্জন করেছে। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক ৩২ ভাগের কম হতে হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের রয়েছে ২৪.৮ ভাগ। সিডিপি'র মূল্যায়নে বাংলাদেশ উন্নয়ন সূচকের সব যোগ্যতাই অর্জন করেছে।

জাতিসংঘের এ কমিটি উন্নয়নকে টেকসই করতে মাথাপিছু আয়ের পাশাপাশি সামাজিক বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে সূচক তৈরি ও মূল্যায়ন করে থাকে। এর ভিত্তিতে দেশসমূহকে স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত এ তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। সিডিপি কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের এ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জন্য মাইলফলক। এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের নতুন পরিচয় তৈরি হয়েছে। ধারাবাহিক উন্নয়নের সফলতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী আজ এক অনন্য মডেল। জাতিসংঘ বলেছে, বাংলাদেশ টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

সিডিপি'র ২০২১ সালে দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিক মূল্যায়ন এবং ২০২৪ সালে তৃতীয় ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে বাংলাদেশের অর্জিত অগ্রগতি টেকসই হলে এবং সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ ২০২৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক স্থায়ীভাবে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করবে। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংকের এক হিসাবে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকাভুক্ত ছিল।

স্বাধীনতা উত্তর ভঙ্গুর অর্থনীতি নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্স্থাপন, কল-কারখানা চালু এবং কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি ব্যাপকভিত্তিক কর্মসূচি হাতে নেন। এ সময় মানুষের মুখে দু'মুঠো খাবার তুলে দেওয়াই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

জাতিসংঘ কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশের সারিতে উন্নীত হওয়ার স্বীকৃতি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার পথে এক অবিস্মরণীয় অর্জন। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শক্ত সোপানের ওপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার অগ্রযাত্রায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এলজিইডি স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জনসেবার মান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ এবং পল্লি ও নগরবান্ধব উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। সার্বিকভাবে এলজিইডি পল্লিসড়ক, সেতু, গ্রামীণ বাজার/হাট, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, নগর পরিচালন ব্যবস্থা উন্নীতকরণ ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। পল্লি সড়ক নির্মাণের ফলে দেশব্যাপী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি হওয়ায় সার্বিক উন্নয়ন সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। এতে দেশব্যাপী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, শিক্ষা-প্রসার, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছে, দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। ইতোমধ্যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে এলজিইডি এসব কার্যক্রমের স্বীকৃতি পাচ্ছে।

উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে এলজিইডি দেশব্যাপী উন্নয়নের শক্ত ভিত নির্মাণ করে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যম ২০২৪ সাল নাগাদ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে চূড়ান্ত স্বীকৃতি এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশের কাতারে সামিল হবার যে দুর্বার আকাঙ্খা জাতির রয়েছে সেই লক্ষ্যের দিকে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। নতুন উচ্চতার বাংলাদেশ বিনির্মাণের এ অগ্রযাত্রায় সামিল হতে পেরে এলজিইডি গর্বিত।

গ্লোবাল ক্লাইমেট ফান্ড: এলজিইডি ও কেএফডব্লিউ'র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

চুক্তি স্বাক্ষরের পর এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ (বামে) ও কেএফডব্লিউ'র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য রোলান্ড সিলার শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেশন অন ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ (ইউএনসিসিসি) এর আওতায় গ্লোবাল ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। জিসিএফ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এ পরিবর্তনের উপযোগী করে তোলা।

এ লক্ষ্যে এলজিইডি ও কেএফডব্লিউ যৌথভাবে বাংলাদেশের জন্য ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রিমিং প্রজেক্ট (সিআরআইএম) শিরোনামে একটি প্রকল্প প্রস্তুত করে এবং আগস্ট ২০১৫ জিসিএফ-এ তা জমা দেয়। গত ২-৫ নভেম্বর ২০১৫-এ অনুষ্ঠিত জিসিএফ-এর বোর্ড সভায় ৯৫টি দেশ থেকে আসা প্রস্তাবের মধ্যে বাংলাদেশের প্রকল্পসহ মোট ৮টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। জিসিএফ কর্তৃক বাংলাদেশের জন্য অনুমোদিত এটিই প্রথম প্রকল্প।

জিসিএফ অনুদানের বিষয়ে গত ৮ মার্চ ২০১৮ মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত-এর উপস্থিতিতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ইআরডিতে কেএফডব্লিউ ও ইআরডির মধ্যে আর্থিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি'র) সচিব কাজী শফিকুল আযম এবং কেএফডব্লিউ'র পক্ষে কেএফডব্লিউ'র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য রোলান্ড সিলার স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষরের পর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ এর নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)। এ আর্থিক চুক্তির আলোকে একইদিন কেএফডব্লিউ ও এলজিইডি'র মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলাদা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং কেএফডব্লিউ'র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য রোলান্ড সিলার এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত; আজ (৮ মার্চ) এ বিষয়ে পরপর তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, ২০০৯ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ এ সহায়তা পেতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনে সহনীয় পল্লি অবকাঠামো গড়ে তুলতে একটি গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে যার মাধ্যমে টেকসই উদ্ভাবনী মডেল পরীক্ষা এবং মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) ইফতেখার আহমেদ বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় কেবল এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে না বরং স্থানীয় সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যারা জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলা নিয়ে কাজ করছে তাদের সক্ষমতাও বৃদ্ধি করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন, প্রায় দু'বছর যাবৎ দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সকল অংশীজনদের সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন পেল।

কেএফডব্লিউ'র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য রোলান্ড সিলার জানান, জলবায়ু পরিবর্তনে সহনীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে এলজিইডি'র দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং এ বিষয়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করছে। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ কীভাবে জলোচ্ছ্বাস বা সাইক্লোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে তা তিনি সরেজমিন দেখেছেন বলে উল্লেখ করেন।

ছয় বছর মেয়াদী এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৮২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এরমধ্যে জিসিএফ-এর অনুদান ৪০ মিলিয়ন, কেএফডব্লিউ'র ১৫ মিলিয়ন এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন ২৭.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে এলজিইডিসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এ কেন্দ্রের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হবে যা এলজিইডিসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর পেশাদারি উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় ভোলা, বরগুনা ও সাতক্ষীরা জেলায় ৪৫টি সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ, ২০টি সাইক্লোন সেন্টার পুনর্বাসনসহ সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং সাতক্ষীরা পৌরসভায় জলবায়ু উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

প্রকল্পটি সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়গুলি সরাসরি বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এ উল্লেখিত জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবসমূহ সমন্বয় করে অবকাঠামো নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও প্রকল্পটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) এর ৯ ও ১১ অর্জনে সরাসরি ও অন্যান্য লক্ষ্যগুলো অর্জনে আংশিক ভূমিকা রাখবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের চলমান উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ

গুণগতমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে
- প্রধান প্রকৌশলী

উন্নয়ন কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো শৈথিল্য দেখানো যাবে না। ১৭ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লায় এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ রংপুরে আয়োজিত চলমান উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এ আহ্বান জানান।

কর্মশালায় কুমিল্লা অঞ্চলের ছয় জেলার উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এলজিইডিকে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে অন্যতম সংস্থা হিসেবে উল্লেখ করে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষুধামুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে এলজিইডি দেশব্যাপী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তিনি আরও বলেন, জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুষ্ক মৌসুমে সম্পন্ন করতে হবে।

কুমিল্লার কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) মোঃ জয়নাল আবেদীন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) নূর মোহাম্মদ, চট্টগ্রাম বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ রেজাউল করিম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন) মোঃ আব্দুর রশীদ খান ও কুমিল্লা অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফারুক আহমেদ। সভায় ছয় জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় চার শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

রংপুরে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান প্রকৌশলী বলেন, চলতি অর্থবছরে রংপুর বিভাগে অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এসব অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হলে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আসবে। কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা সার্বিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

প্রধান প্রকৌশলী চলতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে দিকনির্দেশনা দেন। তিনি উল্লেখ করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম অগ্রাধিকারভিত্তিতে দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

রংপুরের কর্মশালায় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) মোঃ জয়নাল আবেদীন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) নূর মোহাম্মদ রংপুর বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আফজাল হোসেন, রংপুর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এ, কে, এম, হারুন-উর-রশীদ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ রংপুর বিভাগের ৮ জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশ নেন।

একই ধারাবাহিকতায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলে চলমান উন্নয়ন কাজের অগ্রগতির ওপর পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

শোক সংবাদ

নাসির আহমেদ: এলজিইডি'র উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো (সিটিইআইপি) প্রকল্পের সদর দপ্তরে কর্মরত সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী

নাসির আহমেদ গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর। নাসির আহমেদ ২০০৬ সালে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডিতে যোগদান করেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলায়। তাঁকে পৈতৃক নিবাস ঢাকার উত্তরার দক্ষিণখানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি মা-বাবা, এক ভাই, স্ত্রী ও এক কন্যা সন্তান রেখে গেছেন।

মোঃ আব্দুস সালাম: এলজিইডি সদর দপ্তরে কর্মরত গাড়ি চালক মোঃ আব্দুস সালাম গত ২১

মার্চ ২০১৮ ভোর ৪.০০ টায় নিউরো সাইন্স হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর। মোঃ আব্দুস সালামের গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায়। তাঁকে নিজগ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য, আব্দুস সালাম এলজিইডি'র প্রথম প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিকের গাড়ি চালক হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও সন্তানসহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মোঃ মতিউল ইসলাম: ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরে কর্মরত

ইলেকট্রিশিয়ান মোঃ মতিউল ইসলাম গত ৯ মার্চ ২০১৮ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর। তিনি ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার কুকসাইর গ্রামের মৃত আফাজ উদ্দিনের পুত্র। তাঁর মৃত্যুতে গফরগাঁও উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, ২ কন্যা ও আত্মীয়স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

এর পর পৃষ্ঠা ০৫

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ: হিলিপ ও বিআরটিসি'র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ ভূইয়া

হাওর অঞ্চলের ফসলি জমি ছয় মাসেরও বেশি জলমগ্ন থাকে। এসময় কৃষকদের হাতে কাজের কোনো সুযোগ থাকে না। বছরে একবার উৎপাদিত বোরো ধান হাওরবাসীর জীবনজীবিকার অন্যতম অবলম্বন। এছাড়াও জেলে সম্প্রদায় মুক্ত জলাশয় থেকে সীমিত পরিসরে মাছ সংগ্রহ করতে পারে। স্বল্পআয়ের কারণে হাওরবাসীদের অতিকষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। দরিদ্র এ জনগোষ্ঠীর জন্য আয়বর্ধনমূলক অকৃষি কার্যক্রমের ওপর দক্ষতা বৃদ্ধি করা গেলে তা আয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরি করবে।

এ প্রেক্ষাপটে জাইকার সহায়তায় বাস্তবায়িত এলজিইডি'র হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এবং হিলিপের সাপ্লিমেন্টারি প্রকল্প জলবায়ু অভিযোজন ও জীবনমান সুরক্ষা (ক্যালিপ)-এর আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ রাখা হয়েছে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জয়দেবপুর এর সঙ্গে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

গত ৯ জানুয়ারি ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এ সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ, বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া, এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং বিআরটিসি'র পরিচালক (কারিগরি) কর্নেল মোঃ মাহবুবুর রহমান। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন হিলিপ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক গোপাল চন্দ্র সরকার এবং বিআরটিসি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর টেনিং ম্যানেজার প্রকৌশলী ফাতিমা বেগম। এদিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ৫টি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এবং ৩টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের উপকারভোগীদের পেশাভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দীর্ঘ সেতু ও সড়ক নির্মাণ প্রকল্প: সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হাওর অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ৮টি দীর্ঘ সেতু এবং ১৮৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডি ও সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) এর মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির আওতায় প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন এবং নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণে সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে। সমীক্ষার ফলাফল বিবেচনায় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি এবং তা অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে।

চুক্তিতে এলজিইডি'র পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ জয়নাল আবেদীন ও নূর মোহাম্মদ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

শোক সংবাদ

০৪ পৃষ্ঠার পর

মোছাঃ আল্লাদী বেগম: রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরে কর্মরত অফিস সহায়ক মোছাঃ আল্লাদী বেগম

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৮ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। নিজ গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে গোয়ালন্দ উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মৃত্যুকালে তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও ভাইবোন রেখে গেছেন।

এলজিইডি'র এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মৃত্যুতে প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

রিক্যাপ: উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখতে পল্লি সড়কের অগ্রাধিকার নির্ধারণ জরুরি

সভায় উপস্থিত পরিকল্পনা কমিশনের সম্মানিত সদস্য এ এন সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

জাতীয় উন্নয়নে পল্লি সড়কের ব্যাপক অবদান রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশব্যাপী পল্লি সড়ক উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। বর্তমানে এলজিইডি'র পল্লি সড়ক নেটওয়ার্কের পরিমাণ ২,৮৯,৬৯৩ কিলোমিটার। পল্লি সড়ক বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সড়কগুলোর উন্নয়নের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে এলজিইডি ইউকেএইডের সহায়তায় রিসার্চ ফর কমিউনিটি এক্সেসেস্ পার্টনারশীপ (রিক্যাপ) এর আওতায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এর অংশ হিসেবে বুয়েট-এর আরবান এন্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং বিভাগের সহায়তায় রুরাল রোডস প্ল্যানিং এন্ড প্রাইওরিটাইজেশনের লক্ষ্যে এলজিইডি একটি সফটওয়্যার তৈরি করছে। গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সফটওয়্যারটি উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লি প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য এ. এন. সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী বলেন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক সচল রাখা অত্যন্ত জরুরি। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের জিডিপি অর্জনের পেছনে পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক ও ভৌত অবকাঠামোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এলজিইডি বাংলাদেশে গ্রামীণ যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়নের অন্যতম রূপকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, জাতীয় উন্নয়নের অগ্রগতি ধরে রাখতে অগ্রাধিকারভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। এলজিইডি যে সফটওয়্যার তৈরি করেছে তা সড়ক নির্বাচন ও এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, রিক্যাপ-এর সহায়তায় এলজিইডি তিনটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পল্লি সড়কের জন্য পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ এরমধ্যে অন্যতম। এই সফটওয়্যারটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজ করবে। তিনি উল্লেখ করেন, এ সফটওয়্যারটি এলজিইডির মূল সড়ক নেটওয়ার্ক চিহ্নিতকরণ ও কার্যকর রাখতে সহায়তা করবে।

সভায় রিক্যাপের টিম লিডার লেস স্যাম্পসং বলেন, রিক্যাপ পৃথিবীর ১৭টি দেশে পল্লি সড়ক উন্নয়নে গবেষণাধর্মী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তিনি উল্লেখ করেন, এলজিইডি পল্লি সড়কের অগ্রাধিকার নির্ধারণের যে সফটওয়্যার তৈরি করেছে তা মাইলফলক।

সভায় রিসার্চ প্রকল্পের টিম লিডার আব্দুল কাইয়ুম এ বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা তুলে ধরেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ জয়নাল আবেদীন, ইফতেখার আহমেদ, মোঃ খলিলুর রহমান এবং বুয়েট-এর অধ্যাপক ড. আফসানা হক।

সভায় পরিকল্পনা কমিশন, এলজিইডি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বুয়েট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা

৯ পৃষ্ঠার পর

সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানিসম্পদ সেক্টরে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। সংসারের অভাব-অভিযোগে যখন তিনি কিছুটা পরিশ্রান্ত ঠিক এসময়ে তিনি এলজিইডি'র 'হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প' আওতায় তাঁর বাড়ির পাশে টুকেরঘাট-বাহাদুরপুর সড়কটি উন্নয়নের খবর পান। এলজিইডি অবকাঠামো উন্নয়নে নারীশ্রমিকদের সম্পৃক্ত করতে লেবার কন্ট্রাকটিং সোসাইটি (এলসিএস) শিরোনামে এক উদ্ভাবনী ব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছে। তিনি এ সমিতির সদস্য হিসেবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং চূড়ান্তভাবে সদস্য নির্বাচিত হন।

এরপর নুসরাত বেগম স্বপ্নাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। সড়ক উন্নয়নের কাজ শেষে তিনি নয় হাজার আটশ টাকা মজুরি পান এবং সমিতির সদস্য হিসেবে আরও দশ হাজার টাকার বেশি লভ্যাংশ গ্রহণ করেন।

মাঠকর্মীদের উৎসাহে তিনি এক মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপযোগী করে তোলেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর একটি সেলাই মেশিন ও কাপড় কিনে নিজ বাড়িতে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। নুসরাত বেগম কেবল নিজে নয় নিজ গ্রামের কয়েকজন কিশোরীকে হাতে-কলমে সেলাই কাজ শিখিয়ে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলেছেন। নুসরাত বেগম স্বপ্নার এখন মাসিক আয় গড়ে প্রায় আটাশ হাজার টাকা।

ইতোমধ্যে তিনি গ্রামের ৬০ জন দরিদ্র নারীকে নিয়ে সুরমা নারী উন্নয়ন সমিতি গঠন করেছেন। বর্তমানে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, স্থানীয় নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য। নুসরাত বেগম স্বপ্না আজ পরিবর্তনের প্রতিভূ। তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা এবং আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত।

নিজ পরিসরে অন্য নারীদের জন্য আশার আলো। তিনি এক সফল নারীর উদাহরণ। এ পরিবর্তনের জন্য তিনি এলজিইডি'র হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পৌরসভার উন্নয়নে কেএফএইডি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ঋণচুক্তি

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পরিচালন ব্যবস্থা উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়া নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে দেশের ৫৩টি পৌরসভার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে কুয়েত ফান্ড ফর আরব ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (কেএফএইডি) এর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের ৫ কোটি ১০ লাখ ডলার ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ২৭ মার্চ ২০১৮ রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে ইআরডি সম্মেলন কক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সচিব কাজী শফিকুল আযম ও কুয়েতের কেএফএইডি'র উপ-মহাপরিচালক হামাদ আল-ওমর নিজ নিজ পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ৫৩টি পৌরসভার সমন্বিত ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সচিব কাজী শফিকুল আযম ও কুয়েতের কেএফএইডি'র উপ-মহাপরিচালক হামাদ আল-ওমর এ-ঋণচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন

ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট বাস্তবায়নে এ ঋণ সহায়তা কাজে লাগানো হবে।

এ প্রকল্পের আওতায় পৌরসভাসমূহের সড়ক, ড্রেনেজ সিস্টেম, সেতু, কালভার্টসহ প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পৌরসভাবাসীগণ উন্নত নাগরিক সুবিধা পাবেন। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৬৫ কোটি টাকা, যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নের পরিমাণ ৪৬৭ কোটি টাকা।

এলজিইডি'র অবকাঠামো উন্নয়ন: বদলে যাচ্ছে বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীর জীবনযাত্রা

গত ৩১ জুলাই ২০১৫ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৬২টি ছিটমহল বিনিময় সম্পন্ন হয়। ১৯৭৪-এ মুজিব-ইন্দিরা স্বাক্ষরিত স্থলসীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এ হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ অংশে থাকা ভারতের ১১১টি ছিটমহল বাংলাদেশের ভূখণ্ডে এবং ভারতের অংশে থাকা বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ভারতের ভূখণ্ড হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। দীর্ঘ ৬৮ বছর পর এই সমস্যার অবসান ঘটল। এ সময় ছিটমহলবাসী সকল ধরনের নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। যোগাযোগ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধার অভাবে ছিটমহলবাসী বছরের পর বছর মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে। ভূমি থাকলেও ভূমির ওপর তাদের কোনো অধিকার ছিল না। মৌলিক সুবিধাবঞ্চিত ছিটমহলবাসীর কোনো দেশ বা পরিচয় ছিল না।

বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ১১১টি ছিটমহলের মধ্যে যারা ভারতে ফিরে যেতে চান (তালিকায় নাম দেওয়া ৯৭৯ জন), তারা ছাড়া বাকি সবাইকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ৫১টি ছিটমহলের লোকজন পান ভারতীয় নাগরিকত্ব। ভারতে সবগুলো ছিটমহল পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলায় অবস্থিত। বাংলাদেশে ছিটমহলগুলো পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী জেলায় অবস্থিত। বাংলাদেশ সরকার ছিটমহলবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত ছিটমহলের যোগাযোগ সহজ করতে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল করতে সরকার সার্বিক অবকাঠামো নির্মাণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার ব্যয় ধরা হয়েছে ১৮০.৫৫ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ৮০টি বিলুপ্ত ছিটমহলে ২১৫ কিলোমিটার রাস্তা পাকাকরণ, ৫৭৫ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, ১২টি গ্রোথ সেন্টার মার্কেট তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি কমিউনিটি সেন্টার, মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান ও শ্মশানঘাট নির্মাণের কাজও এগিয়ে চলেছে। প্রকল্পটি শুরু হয়েছে জানুয়ারি ২০১৬ এবং জুন ২০১৯ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পের বর্তমান বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতকরা ৭০ ভাগ।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীর জীবনজীবিকা বদলে যেতে শুরু করেছে। সুবিধাবঞ্চিত বিলুপ্ত ছিটমহলবাসী অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে সরাসরি অংশ নিচ্ছেন, ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রকল্প ছাড়াও এলজিইডি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রাইমারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-৩ (পিইডিপি-৩)-এর আওতায় বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করছে। এলজিইডি'র ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

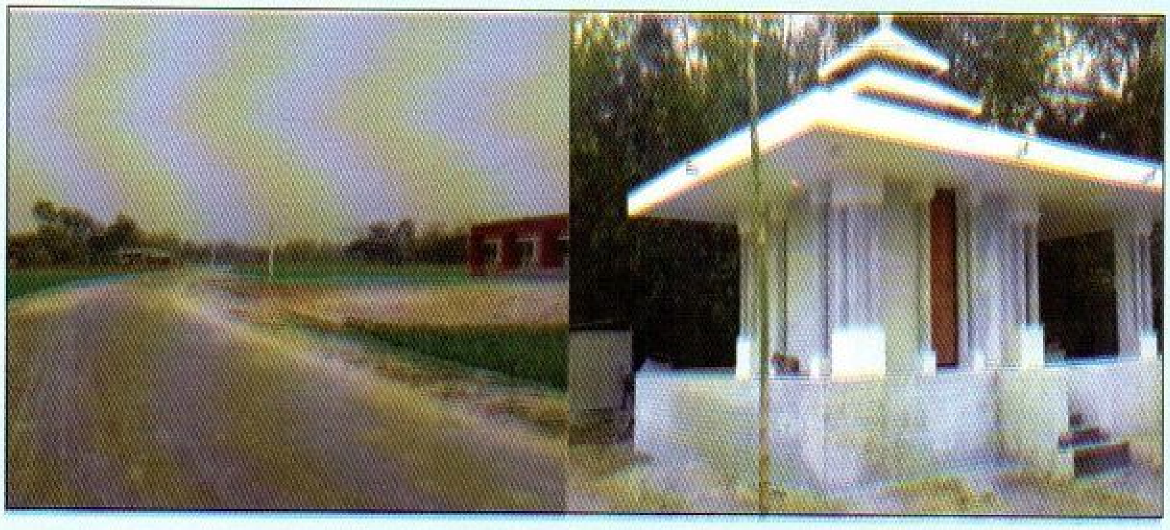

বিলুপ্ত ছিটমহলে এলজিইডি নির্মিত অবকাঠামো

বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ট্রান্সপোর্ট স্পেশালিস্ট ও টাস্ক টিম লিডার জুং আন হোয়াং মিশনের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরছেন

আরটিআইপি-২: বিশ্বব্যাংকের মিশন সম্পন্ন

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)-এর বাস্তবায়ন সহায়তা পর্যালোচনা এবং ২০১৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পুনর্বাসনে অতিরিক্ত অর্থায়নের ওপর ৭ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের এক মিশন পরিচালিত হয়। ১৩ সদস্যের এ মিশনে নেতৃত্ব দেন বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ট্রান্সপোর্ট স্পেশালিস্ট ও টাস্ক টিম লিডার জুং আন হোয়াং। আরটিআইপি-২-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং প্রস্তাবিত অতিরিক্ত অর্থায়নের পরিধি, ব্যয় ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের লক্ষ্যে এ মিশন পরিচালিত হয়। সার্বিক মূল্যায়নে আরটিআইপি-২-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মিশন উল্লেখ করে। এ প্রকল্পের আওতায় রুরাল এক্সিসিবিলিটি, এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন ও পল্লি সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম, ক্রয় ও চুক্তি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করা হয়। এসব ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে এবং যেসব চুক্তি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় সেগুলো দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য মিশন তদারকি বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে। ২০১৭ সালে অতিবর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে সৃষ্ট বন্যায় দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরটিআইপি-২-এর আওতায় অতিরিক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ১৮টি জেলার সড়ক নেটওয়ার্ক পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মিশন অতিরিক্ত অর্থায়নের কাজের পরিধি, সম্ভাব্য ব্যয় এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনাসহ সামাজিক ও পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু ঝুঁকি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। মিশন আরটিআইপি-২ এর মেয়াদ এপ্রিল ২০১৮ থেকে এপ্রিল ২০১৯ এ সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ করে। এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদা বেগম এবং এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও অতিরিক্ত অর্থায়ন নিয়ে মিশন সদস্যরা আলোচনায় মিলিত হন।

উল্লেখ্য, আরটিআইপি-২-এর আওতায় ৫২৪৮ কিলোমিটার পল্লি সড়ক উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন, ২৭৪১ মিটার সেতু কালভার্ট নির্মাণ, ৪৪ কিলোমিটার নৌপথ খনন, ৩৩টি গ্রোথ সেন্টার মার্কেট ও ১০টি জেটি নির্মাণ করা হচ্ছে। একইসঙ্গে মানবসম্পদ ও আইসিটি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নসহ এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮

শেষ পৃষ্ঠার পর

এ সেলস্ সেন্টারগুলো নির্মিত হলে নারীরা সহজেই উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারবে। এতে তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি আরও বলেন, সরকার ইতোমধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে বিপণন কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে নারীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় আনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনতে একটি প্রকৌশল সংস্থা হয়েও গত ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। তিনি শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, আত্মনির্ভরশীল এসব নারীরা সমাজের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ এবং অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, নারীর ক্ষমতায়নে এলজিইডি কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে এলজিইডি'র সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, এলজিইডি'র নারী প্রকৌশলীগণ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে সদর দপ্তরের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন। এলজিইডি যেমন নারীদের জন্য সহায়ক কর্মপরিবেশ তৈরি করেছে, একই ভাবে অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীশ্রমিকদের সম্পৃক্ত করেছে। ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগ সচিব আবদুল মালেক ০৯ জন শ্রেষ্ঠ স্বাবলম্বী নারীকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেন। সেক্টরভিত্তিক পুরস্কার প্রাপ্ত আত্মনির্ভরশীল প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী নারীরা হলেন, যথাক্রমে, পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে ললিতা রায়, মোছাঃ মরিয়ম বেগম এবং কুদবানু, নগর উন্নয়ন সেক্টরে বিউটি আক্তার, তাজনাহার আক্তার এবং মোছাঃ লাকী খাতুন এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে নুসরাত বেগম স্বপ্না, রোজিনা আক্তার ও করফুন্নেছা।

এদিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে এলজিইডিতে ফটোগ্যালারির আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে নারীর ক্ষমতায়নে এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্প যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তা তুলে ধরা হয়। এতে প্রথম স্থান অধিকার করে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে রুরাল এমপ্লয়মেন্ট রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও এলজিইডি'র জেন্ডার উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি মোঃ খলিলুর রহমান। আরও বক্তব্য রাখেন ফোরামের সদস্য সচিব ও উপ-প্রকল্প পরিচালক, সৈয়দা আসমা খাতুন। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পরামর্শকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০১০ সাল থেকে এলজিইডি প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করে আসছে। জেন্ডার সচেতনতা সৃষ্টি ও নারীর নেতৃত্ব বিকাশে এলজিইডি বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন, সদর দপ্তরে নারীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য বাস সার্ভিস, নারীদের জন্য পৃথক নামাজের স্থান ও পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করেছে।

এলজিইডি'র সহায়তা আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা

এলজিইডি ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে আসছে। এ দিবস উপলক্ষে এলজিইডি পল্লি নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তার আত্মনির্ভরশীল হওয়া তিনজন করে ৯ জন শ্রেষ্ঠ নারীকে সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদান করে আসছে। এ স্বীকৃতি একদিকে যেমন অদম্য নারীদের উজ্জীবিত করে একইভাবে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে এবছর তিন সেক্টরে প্রথম স্থান অধিকারী নারীদের সাফল্যচিত্র তুলে ধরা হলো:

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর
ললিতা রায়: এক স্বাবলম্বী নারীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় জেলা সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার গড়কাটি গ্রামের দরিদ্র পিতার সন্তান ললিতা রায়। মাত্র ১৬ বছর বয়সে একই গ্রামের দিনমজুর বিমল রায়ের সাথে বিয়ে হয়। একমাত্র ছেলের বয়স যখন ৬ মাস তখন তিনি স্বামী হারা হন। তখন তাঁর সামনে কেবল হতাশায় ঢাকা ঘন অন্ধকার। পিতা পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় চার সদস্যের পরিবারের অভাব অনটন ছিল নিত্যসঙ্গী। এলজিইডি'র প্রশিক্ষণ তাঁর জীবন বদলে দিয়েছে। তিনি আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন। ললিতা রায়ের অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮' তে এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এলজিইডি'র কমিউনিটি বেইজড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (সিবিআরএমপি)-এর মাঠকর্মীর উৎসাহে ললিতা ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে ৩০ জন নারী নিয়ে গড়কাটি মহিলা ঋণ সমিতি গড়ে তোলেন। তিনি এ সমিতির ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেগুন চাষ ও প্রাণি ভ্যাকসিনেটর উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সিবিআরএমপি হতে প্রাণিসম্পদ ভ্যাকসিনেটর হিসেবে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি নেতৃত্ব উন্নয়ন, দল ব্যবস্থাপনা, এলসিএস ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ, গরু মোটা-তাজাকরণ, হাঁস-মুরগী পালন এবং বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষসহ বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর ললিতা রায় মানসিক শক্তিকে পুঁজি করে শত প্রতিকূলতা মাড়িয়ে দুর্গম হাওর অঞ্চলের গ্রামসমূহের গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগির টিকাদান ও প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রাণিসম্পদ সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেন।

গরুকে ভ্যাকসিন দিচ্ছেন ললিতা রায়

তিনি বর্তমানে গড়কাটি ওয়ার্ড কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, বাধাঘাট ইউনিয়ন পরিষদের নারী ও শিশু নির্যাতন কমিটির সদস্য, বেসরকারী আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইন্টার কো-অপারেশনের প্রাণিসম্পদ সেবাদানকারী সংগঠনের তাহিরপুর উপজেলার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। চার সদস্যের পরিবার নিয়ে ললিতা রায় আর্থিকভাবে ভালো আছেন। তাঁর বসতবাড়ির উন্নয়ন হয়েছে। কৃষি জমি ক্রয় করেছেন। বর্তমানে তাঁর বার্ষিক আয় তিন লক্ষ টাকার অধিক। ললিতা রায় আজ একজন স্বাবলম্বী নারীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নগর উন্নয়ন সেক্টর
বিউটি আক্তার: এক জয়িতা স্মারক

বিউটি আক্তারের পোশাক সেলাই কাজ

বিউটি আক্তার বান্দরবান পৌরসভার বনরূপা এলাকার বাসিন্দা। শৈশবে মা-বাবা হারানো বিউটি বেড়ে ওঠে চাচার কাছে। ১৬ বছর আগে এক আসবাবপত্র নির্মাণ শ্রমিকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্বপ্ন ছিলো স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখের সংসার গড়া। কিন্তু বাস্তবতার নির্মম কষাঘাতে সবকিছুই এলোমেলো হয়ে যায়। বিউটি আক্তারের স্বামী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিন সন্তান নিয়ে বিউটি আক্তার অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাতে থাকেন। সন্তানদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। বিউটি আক্তার সামনে গভীর অন্ধকার দেখেন। ভাবতে থাকেন এ অন্ধকার মাড়িয়ে সামনে চলার শক্ত পথ নির্মাণ করতে হবে। তাঁর এ আত্মকথন তাকে সাহসী করে তোলে। তিনি আজ জয়ীতা স্মারক। বিউটি আক্তারের অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮'তে এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

বিউটি আক্তার বান্দরবান পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন এলজিইডি'র তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের (ইউজিআইআইপি-৩) আওতায় সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন দেওয়া হয়। এ প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন তাঁর জীবনের গতি পাল্টে দেয়। প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া দক্ষতা আর সূঁই-সুতো দিয়ে তিনি আগামীর পথ বুনতে থাকেন। আজ তাঁর মাসিক আয় গড়ে প্রায় বাইশ হাজার টাকা। স্বামীর চিকিৎসাসহ ছেলে-মেয়েদের পুনরায় স্কুলে পাঠাচ্ছেন। বিউটি আক্তার এলাকার বেকার নারীদের উন্নয়নের জন্য সেলাই কার্যক্রম সম্প্রসারণের কথা ভাবছেন। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়েছেন। তাঁর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে এলাকার অনেক নারী উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর
নুসরাত বেগম স্বপ্না: এক অনন্য শেরপা

জীবনচলার পথ বদলে এক অনন্য গল্পের প্লট তৈরি করেছেন নুসরাত বেগম স্বপ্না। তিনি আজ পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য আলোকবর্তিকা। বাঙালী নারীর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি সামান্য সংযোগেই যে অনন্য হয়ে ওঠে তিনি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আর এ অন্তঃশক্তি বাঙালী নারীদের বেঁচে থাকার মূল চাবিকাঠি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরুনোর আগেই নুসরাত বেগম স্বপ্নার ১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। তার স্বামী একজন কৃষিশ্রমিক। যৌথপরিবারে দুই সন্তান ও শ্বশুর-শ্বাশুড়ি নিয়ে তিনি অতিকষ্টে দিন পার করছিলেন। তবে সমৃদ্ধ এক জীবনের স্বপ্ন লালন করতেন নুসরাত বেগম। দরিদ্রতা তাঁকে হারাতে পারেনি। দারিদ্রের শক্তি মানুষের শক্তির চেয়ে বেশি হতে পারে না। নুসরাত বেগমের অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮' তে এলজিইডি'র

এর পর পৃষ্ঠা ৬

ক্রেতাকে পোশাক ডেলিভারি দিচ্ছেন নুসরাত বেগম

উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প: উপকূলবাসীর জীবনযাত্রায় নতুন দিগন্ত

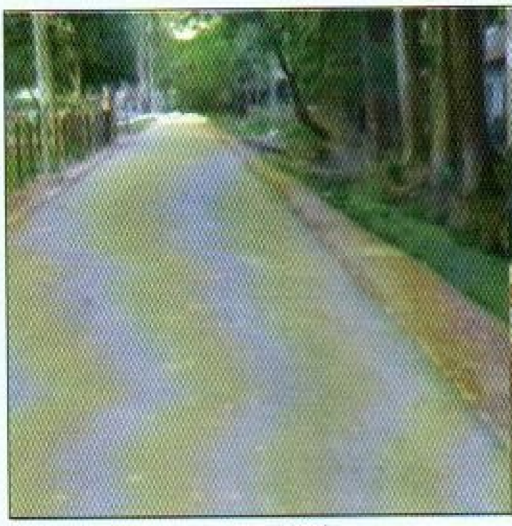
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সড়ক

জনসচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বিশেষত উপকূলীয় জেলাসমূহ এ ঝুঁকির শিকার। দুর্যোগকালীন জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি রোধে এলজিইডি উপকূলীয় এলাকায় একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (সিটিইআইপি) এমনই একটি প্রকল্প। বাংলাদেশ সরকার ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে দেশের দশটি পৌরসভায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। পৌরসভাগুলো হচ্ছে- বরিশাল বিভাগের আমতলী, গলাচিপা, পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া, বরগুনা, কলাপাড়া, ভোলা, দৌলতখান ও পটুয়াখালী এবং খুলনা বিভাগের বাগেরহাট পৌরসভা।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সড়ক, ড্রেন, সেতু ও কালভার্ট ছাড়াও ঘূর্ণিঝড়ের সময় পৌরবাসী যাতে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পারেন সেজন্য ২২টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। নগরবাসীর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে ৬টি পানি সরবরাহ উপপ্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। পৌরএলাকার পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য রয়েছে সমন্বিত স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কার্যক্রম। এছাড়া রয়েছে পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পৌর পরিচালন ব্যবস্থা উন্নীতকরণ, দারিদ্র্য হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষ হলে প্রকল্পভুক্ত ১০টি পৌরসভার জনসাধারণের জীবনমান উন্নত হবে এবং পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হবে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

এমজিএসপি: নগর উন্নয়নে একধাপ এগিয়ে

'আগে রাস্তা খারাপ থাকায় এ রাস্তায় আসতে চাইতাম না। এখন কোনো অসুবিধা নাই। ট্রিপও বেশি হয়। আয় হয় প্রায় ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা।' কথাগুলো বলছিলেন সৈয়দপুর পৌরসভার সিএনজি চালক মোঃ সায়িম হোসেন। সম্প্রতি সৈয়দপুর পৌরসভায় পাঁচ মাথা রোড থেকে উপজেলা রোড (পার্বতীপুর রোড) পর্যন্ত সড়ক এবং এয়ারপোর্ট থেকে পার্ক মোড় পর্যন্ত শহীদ ক্যাপ্টেন মৃধা শামসুল হুদা সড়ক, ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে। স্থাপন করা হয়েছে সড়কবাতি। এ উন্নয়নের ফলে যোগাযোগে এসেছে স্বাচ্ছন্দ ও গতি। বিমান, বাস এবং ট্রেন যাত্রীগণ সময় বাঁচিয়ে চলাচল করতে পারছেন। চলাচলে সুবিধার জন্য বেড়েছে যাত্রী সংখ্যা। নতুন চালকদের কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। সড়কের আশেপাশে ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে উঠছে ছোট ছোট দোকান। তারাও আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। একইভাবে লাভবান হচ্ছে সৈয়দপুর পৌরসভা। প্রশস্ত ও দৃষ্টিনন্দন সড়কগুলো উন্নয়নের ফলে পৌরবাসী সন্তুষ্ট।

বর্তমান সরকার ক্রমবর্ধমান নগরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে পরিকল্পিত নগর গড়ায় অঙ্গীকারবদ্ধ। এই প্রেক্ষিতে এলজিইডি দেশের সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধিতে কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে এলজিইডি গভার্ন্যান্স সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) বাস্তবায়ন করছে। দেশের ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ২২টি পৌরসভায় এ প্রকল্প ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে গ্রহণ করেছে নানা কার্যক্রম। বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য, জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পরিচালন ও পৌরসভার মৌলিক সেবার মানোন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতসহ পৌরসভার মৌলিক সেবা সম্প্রসারণ, নিজস্ব সম্পদ আহরণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পৌর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন। এছাড়াও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাবৃদ্ধি, পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন সহায়তা দেওয়া হচ্ছে প্রকল্প থেকে। প্রকল্পের আওতায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহে সড়ক, ড্রেন, বাসটার্মিনাল, পার্ক, কিচেন মার্কেট, সড়কবাতিসহ নগরের সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ করা হচ্ছে। সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি অনুসরণ করে ভৌত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের চারটি অংগের মাধ্যমে সেবাসমূহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে-পৌর পরিচালন ও মৌলিক সেবার উন্নয়ন, নগর সেবার জন্য চাহিদাভিত্তিক অর্থায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন সহযোগিতা এবং জরুরি সেবা প্রদান। প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহকে পৌর পরিকল্পনা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিসহ দশটি সূচকে কর্মসাফল্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

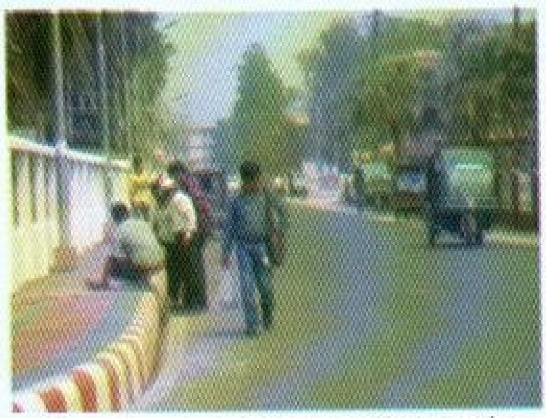
সৈয়দপুর এয়ারপোর্ট থেকে পার্ক মোড় পর্যন্ত সড়কটি উন্নয়ন করা হয়েছে

দক্ষতা উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন সহযোগিতা অংগের আওতায় দেশব্যাপি পৌরসভাসমূহের দক্ষতা উন্নয়নে এলজিইডি আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও জিআইএসভিত্তিক সম্পদের হিসাব ব্যবস্থাপনা ও জাতীয় মিউনিসিপ্যাল কার্যসম্পাদনের মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান করছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের ব্যবস্থাপনায় গভার্ন্যান্স এন্ড একাউন্টিবিলিটি এ্যাকশন প্ল্যানের (জিএএপি) জন্য তৃতীয় পক্ষের পরিবীক্ষণে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

উন্নয়ন মেলা ২০১৮ উপলক্ষে কক্সবাজার সদরে স্থাপিত এলজিইডি'র স্টল

দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত উন্নয়ন মেলায় এলজিইডি'র অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে গত ১১-১৩ জানুয়ারি ২০১৮ দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ৩ দিনব্যাপী 'উন্নয়ন মেলা-২০১৮' উদ্বোধন করেন। এবারের মেলার প্রতিপাদ্য ছিল 'উন্নয়নের রোল মডেল, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ'। এ মেলা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম ও সাফল্যগাঁথা প্রান্তিক পর্যায়ে তুলে ধরা। সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। বিগত ৯ বছরে সরকার দেশব্যাপী ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে একদিকে যেমন দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের জীবনযাত্রার মানেরও উন্নয়ন ঘটেছে। এ মেলায় অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরের পাশাপাশি এলজিইডিও অংশ নেয়। এলজিইডি দেশের ৬৪ জেলা সদরে ও সব উপজেলায় স্টল স্থাপন করে। স্টলে 'উন্নয়নের ৯ বছর মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ' বিষয়ে এলজিইডি'র বিভিন্ন অর্জনের ছবি ও তথ্য প্রদর্শিত হয়। মেলা উপলক্ষে এলজিইডি পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরের বিভিন্ন অর্জনের ওপর একটি তথ্যপুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি ও উদ্ধৃতি ব্যবহার করে স্টল ডিজাইন করা হয়। প্রতিটি স্টলে এলজিইডি'র কার্যক্রমের ওপর ভিডিওচিত্র প্রদর্শিত হয়।

বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থী এলজিইডি'র স্টলসমূহ পরিদর্শন করেন এবং কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। এলজিইডি কর্তৃক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত স্টলসমূহের মধ্য থেকে ১৯৮টি স্টল পুরস্কৃত হয়েছে।

গত ২৬ মার্চ ২০১৮ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক ও পরামর্শকগণসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হিসেবে যোগদান করলেন ড. জাফর আহমেদ খান

গত ২২ মার্চ ২০১৮ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগে সিনিয়র সচিব হিসেবে ড. জাফর আহমেদ খান যোগদান করেন। এর আগে তিনি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. জাফর আহমেদ খান বিসিএস প্রশাসন ১৯৮২ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার (নওগাঁ), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), সিনিয়র সহকারী সচিব (শিল্প মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়), জেলা প্রশাসক (রাঙ্গামাটি), অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (ঢাকা), বিভাগীয় কমিশনার (সিলেট) এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনের প্রথম দিকে (১৯৮৮-৯১) যুক্তরাষ্ট্রের নিউইর্য়কের বাংলাদেশ দূতাবাসে দ্বিতীয় সচিব-এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমী'র প্রশিক্ষক ও বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। নেদারল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল স্টাডিজ (আইএসএস) থেকে উন্নয়ন অধ্যয়ন বিষয়ে মাস্টার্স এবং ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসনে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর নিজ জেলা গোপালগঞ্জ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল

- সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

মঞ্চে অতিথিবৃন্দের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীরা

গত ৮ মার্চ ২০১৮ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এলজিইডি'তে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এ অনুষ্ঠানে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল ০৯ জন নারীকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল 'সময় এখন নারীর: উন্নয়নে তারা/বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরে কর্ম-জীবন ধারা'। এ উপলক্ষে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জনের স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের রোল মডেল। নারীর ক্ষমতায়নে সরকার বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান সরকার কেবল নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব উল্লেখ করেন, স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকার আইন প্রণয়ন করেছে। সন্তানের নামের পাশে পিতা-মাতা উভয়ের নাম লেখার বিধান চালু এবং মাতৃত্বকালিন ছুটি ছয় মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাওর অঞ্চলের নারীদের জন্য সেলস সেন্টার নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন।

এর পর পৃষ্ঠা ৮

এডিবি প্রেসিডেন্টের এলজিইডি প্রকল্প পরিদর্শন: অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ

এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট তাকেহিকো নাকাও গত ২৭ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি নরসিংদীতে চলমান এলজিইডি'র নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি)'র আওতায় পরিচালিত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। নরসিংদী পৌর মেয়র মোঃ কামরুজ্জামান এডিবি প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানান। এ সময় পৌর মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। নরসিংদী পৌর মেয়র তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, বিভিন্ন সমস্যা উত্তরণের মাধ্যমে নরসিংদী পৌরসভা সর্বোচ্চ কর আদায়ে সক্ষম হয়েছে, পৌর এলাকায় প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করেছে এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য সবুজায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য তিনি এশিয় উন্নয়ন ব্যাংককে ধন্যবাদ জানান। প্রকল্পের অগ্রগতির ওপর একটি তথ্যবহুল ভিডিও প্রামাণ্য চিত্র উপস্থাপন করেন সিআরডিপি'র প্রকল্প পরিচালক মোঃ আহসান হাবিব। ভিডিও চিত্রে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও আরবান সেন্টার উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। এডিবি প্রেসিডেন্ট স্থানীয় কাউন্সিলর ও বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের সঙ্গে প্রকল্পের কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। স্থানীয় অধিবাসীরা জানান ফুটপাত, সড়ক এবং সড়ক বাতির মত নাগরিক সুবিধা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে তাদের জীবনে গতি ও স্বাচ্ছন্দ এসেছে। এডিবি প্রেসিডেন্ট মিঃ নাকাও তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে আসতে পেরে তিনি আনন্দিত। তিনি বলেন, প্রকল্পের ফলে জনসাধারণ উপকৃত হওয়ায় তিনি সন্তুষ্ট এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্পে এডিবি তার সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্যে এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) ইফতেখার আহমেদ বলেন, এলজিইডি সকল প্রকল্প বাস্তবায়নে জনগণের সুবিধার বিষয়ে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তিনি বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নে এলজিইডি কাজের গুণগত মান ও সময়ানুবর্তিতার প্রতি কঠোর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। তিনি আরও বলেন, এলজিইডি'র মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে দেশের পল্লি অর্থনীতিতে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। ১৯৮০-র দশক থেকে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ও এলজিইডি-র মধ্যে গড়ে উঠা সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের উল্লেখ করে তিনি বলেন এ পর্যন্ত এডিবি ৫০টি প্রকল্পের জন্য এলজিইডিকে অর্থায়ন করেছে, যার পরিমাণ ১.৭৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এরমধ্যে ৪৩টি সম্পন্ন হয়েছে, বাকি ৭টি চলমান রয়েছে। এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী উল্লেখ করেন, মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়াই শেষ কথা নয়, চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে দেশকে ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত করা। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে এডিবি তার সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি করবে। অনুষ্ঠানে এডিবি'র বাংলাদেশ আবাসিক মিশন প্রধান মনমোহন প্রকাশ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন এডিবি প্রেসিডেন্ট তাকেহিকো নাকাও

উপদেষ্টা : মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, **সম্পাদক :** মোঃ খলিলুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd